দৈনিক খবর

তারিখ 29 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

২৭

মতামত

এ সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে?

চট্টগ্রামে কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষার দরজা বন্ধ করে দেয়ার হীন চক্রান্ত চলছে। এম এর কমিটির দোহাই পেড়ে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল সংলগ্ন দেশের সর্ববৃহৎ কারিগরি বিভাগ বন্ধ করে দেয়ার হীন চক্রান্ত চলছে। ১৯৬২ সালে কলম্বো প্ল্যান ও পাইলট স্কীমের অধীনে কারিগরি বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে উপরোক্ত প্ল্যানের অধীনে দেশে সরকারী বিদ্যালয় সংলগ্ন চারটি কারিগরি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হচ্ছে বেগমগঞ্জ, চাঁদপুর, সৈয়দপুর, তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন কারিগরি বিভাগ।

১৯৬৩ সালে সরকারী আদেশে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল সংলগ্ন কারিগরি বিভাগের জন্য একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, দুইজন ওয়ার্কশপ সুপারিনটেনডেন্ট, একজন ওয়ার্কশপ টিচার, ছয়জন ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর, ছয়জন সহকারী ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর, একজন স্টোরকীপার ও পাঁচজন ওয়ার্কশপ বিয়ারারসহ ২২ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়। এ সকল শিক্ষকের সাহায্যে ফলিত বিদ্যুৎ, কাঠের ও লোহা-লক্কড়ের কাজ এবং জ্যামিতি ও কারিগরি অংকন বিষয়সমূহ বোর্ডের নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসারে পড়ানো হয়।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল কারিগরি বিভাগের ছাত্ররা প্রতিবছর বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম ২০ জনের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ৫/৭ জন করে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে। বিভাগের জন্য কলম্বো প্ল্যান ও পাইলট স্কীমের অধীনে প্রায় এক কোটি টাকার প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ ও ব্যবহারিক শিক্ষার উপকরণ রয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং কিছু কিছু যন্ত্রপাতি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত।

১৯৮৬ সালে এম এল কমিটির সুপারিশ অনুসারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ক্রমে শুধু সরকারী বালক-বালিকা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহকারী শিক্ষক (বিষয় ভিত্তিক), হেড মাওলানা, সিনিয়র মাষ্টার, হিসাব সহকারী, নিম্নমান সহকারী, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ সর্বমোট ৫৩৮৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়। উপরোক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীর মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের দিবা, প্রাতঃ ও কারিগরি বিভাগের জন্য তিনজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়। এম এল কমিটি দেশের সরকারী স্কুল সংলগ্ন কারিগরি বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। ফলে কারিগরি বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়ার্কশপ টিচার ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টরের পদ সৃষ্টির বিষয় কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। ঢাকা তেজগাঁওস্থ বর্তমান বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন কারিগরি বিভাগ ও সৈয়দপুর টেকনিক্যাল কলেজ সংলগ্ন কারিগরী বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ এম এল কমিটি বহির্ভূত বলে স্ব স্ব পদ থেকে যথানিয়মে বেতন ও ভাতাদি পাচ্ছেন। এম এল কমিটিতে কারিগরি বিভাগের সংশ্লিষ্ট পদগুলো অন্তর্ভুক্ত না থাকায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ২১ জন শিক্ষক (কারিগরি বিভাগ) ও কর্মচারী উদ্বৃত্ত দেখানোর ফলে তাদের চাকরি ক্ষেত্রে এবং বেতন ও ভাতা প্রাপ্তিতে বিরাট জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে ৬২টি সরকারী বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালুর জন্য ১৯৭৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হলেও কারিগরি বিভাগের ওয়ার্কশপ সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়ার্কশপ টিচার, ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর, স্টোরকীপার ওয়ার্কশপ বিয়ারারের কোন পদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল সংলগ্ন কারিগরি বিভাগে দিবা ও প্রাতঃ বিভাগে প্রায় ১৬০০ জন ছাত্র রয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালকের এক সাম্প্রতিক নির্দেশে (তাং ১২/৬/৯১ স্মারক নং ৮৪০৮/২৫) সহকারী প্রধান শিক্ষক ও স্টোরকীপার বাদে অন্য সব কারিগরি শিক্ষককে দেশের অপরাপর ননটেকনিক্যাল স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে বদলী করে দেয়। ফলে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল সংলগ্ন কারিগরি বিভাগটি চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে।

কারিগরি বিভাগ মাত্র একজন সহ-প্রধান শিক্ষক ও একজন স্টোরকীপারের সাহায্যে চালু রাখা অসম্ভব ব্যাপার। এর ফলে কোটি টাকার সম্পদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকার ফলে সরকারী সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। ষোল শত ছাত্র কারিগরি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের সদয় হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করছি।

নাসিম হায়দার।

পে-স্কেল সম্পর্কে দু'টি কথা

সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য সরকার একটি নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করেছে, যা গোঁজামিলের নামান্তর এবং মিথ্যাচারে ভরা। ৮০% বেতন বৃদ্ধি একটা ভাঁওতাবাজি। ফিক্সেশনের সুবাদে প্রকৃত অর্থে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭% তেকে ১৬% মাত্র। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধিতে নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা তাদের টানাপোড়েনের জীবনে এহেন বেতন বৃদ্ধিকে সহজে মেনে নিতে পারেন না। তাই তারা আন্দোলনের পথ বেছে নেন। তাদের এ ন্যায়সঙ্গত তথা ট্রেড ইউনিয়ন নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার জাতির বিবেকের সারাংশে ছাত্রসমাজকে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। আর বহু গৌরবের ধারক-বাহক আমাদের গর্বের ফসল ছাত্র ভাইরা সোৎসাহে তাদের অভিভাবকদের বিরুদ্ধে হুমকির ভাষা প্রয়োগ করেন। পূর্ব ঘোষণা দিয়ে ডাকসু এবং সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনটি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কর্মচারীদের যৌক্তিক আন্দোলনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি সভার আয়োজন করে যা পরবর্তীতে অজানা-অচেনা অখ্যাত একটি সংগঠনের নামে চালিয়ে দেয়া হয়। ডাকসু জিএসসহ ছাত্রদলের বেশ ক'জন ছাত্রনেতা উক্ত সভায় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড হুমকি উচ্চারণ করে সারা বিশ্বের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের হতবাক করে দিয়েছেন।

দেশের যে কোন ক্ষতিতে সচেতন ছাত্রসমাজ সোচ্চার হবে এটাই কাম্য। আর বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ এমন নজির রেখেছে বহুবার। কিন্তু এবার তারা দেশের কোন্ ক্ষতিতে এহেন ভূমিকা রেখেছেন? সরকারী কর্মচারীদের সামান্য কয়টা টাকা বেতন বৃদ্ধিতে দেশের এমন কী ক্ষতি হলো যাকে রুখতে ডাকসু'র মত একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান রীতিমত কর্মচারীদের হুমকি প্রয়োগ করে দেশের আপামর নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপিয়ে তোলার প্রয়াস পেলেন?

ছাত্র নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছিল, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে যার দায়ভার জনগণকে বহন করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত ভীতি অনুধাবনের জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ। কর্মচারীরা বর্ধিত বেতন মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভরণ-পোষণ, লেখাপড়ায় ব্যয় করে থাকেন। তাদের জীবনটাই 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়'-এর জীবন। এমতাবস্থায় বাজারে বাড়তি পয়সার ছড়াছড়ি না ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে কিভাবে? কালোবাজারী, চোরাচালানী, বড় বড় ঋণ গ্রহীতাদের খেলাপী ঋণের কালো টাকার ছড়াছড়িতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে কর্মচারীদের জঠরের জ্বালা নিবৃত্তির টাকায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে ছাত্র নেতৃবৃন্দের অগ্রসর বিবেককে এ সহজ সত্যটা কিভাবে ফাঁকি দিল তা বোধগম্য নয়। না ব্যাপারটা অন্য কিছু? কর্মচারীদের প্রতি ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, না দলীয় সমর্থনের কারণে এহেন কাজ করলেন তাও বোধগম্যের বাইরে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের মূল সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজেই তো ছিলেন প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী। প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী যখন প্রেসিডেন্ট হন তখন ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেন, পাশাপাশি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার নিমিত্তে কর্মচারীরা যখন কথা বলেন তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করেন- বিষয়টি পীড়াদায়ক।

তাছাড়া সরকার বিএডিসিকে বিলোপ করার পাঁয়তারা করছেন। বিএডিসি'র এহেন বিলোপে হাজার হাজার কর্মচারী/কর্মকর্তা নিঃসন্দেহে চাকরিচ্যুৎ হবেন খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা বার্মা, থাইল্যান্ড এ অঞ্চলের প্রভৃতি দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তাদের খাদ্যের বাজার চালু রাখার জন্য বিএডিসিকে বিলোপ করে সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধসহ সকল কৃষি উপকরণ বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার প্রেসক্রিপশন দিয়েছে, যার প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে "এফডিআই-১ চুক্তির মাধ্যমে। পরবর্তীতে "এফডিআই-২" চুক্তিও কার্যকর হয়। এমতাবস্থায় দেশের সম্যক ক্ষতিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের কোন ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়নি।

দেশপ্রেমের নামে কর্মচারীদের পেটের ক্ষুধার আন্দোলন দমনে যে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সোচ্চার, তারাই আবার

নেতৃত্বের প্রতি ছেলেমীসুলভ আনুগত্য দেশের সমূহ ক্ষতিতে নীরব। 'সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এ দেশ।'

মাহবুবুল আলম চুননু
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বিকেবি কর্মচারী সংসদ
চাঁদপুর।